সংবাদ

তারিখ ... 24 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ২ ...

উল্লাপাড়ায় ৩টি স্কুল বন্ধ রেখে গরুর হাট!

শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত

আব্দুল কুদ্দুস, সিরাজগঞ্জ

স্কুল বন্ধ রেখে প্রতি রোববার উল্লাপাড়া উপজেলার পাগলা বোয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাগলা বোয়ালিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় ও বোয়ালিয়া বাজার আলিম মাদ্রাসার সামনের মাঠে নিয়মিত বসছে গরুর হাট। হাটের দিন নিয়মবহির্ভূতভাবে স্কুল বন্ধ রেখে গরুর হাট বসিয়েছেন ইজারাদার ও স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বিগত সময়ে এই গরুর হাট অন্যত্র বসলেও গত ২ বছর হলো নিয়মিত হাট বসছে স্কুল মাঠে। স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের এই হাটের তদারকি করে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। গরুর হাটের কারণে পড়ালেখা ব্যহত হচ্ছে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানে সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর।

হাটের কারণে স্কুল-মাদ্রসা বন্ধ থাকায় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খারাপ ফলাফলের পাশাপাশি বিদ্যালয় গুলোতে শিক্ষার্থী কমে আসছে। স্কুল মাঠে হাট বসার কারণে গরুর মলমূত্রে পুরো মাঠ সয়লাব হয়ে যায়। একারণে মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষের জন্য খেলাধুলা করতে পারছে না এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, পাগলা বোয়ালিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাগলা বোয়ালিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয় সামনের মাঠ দখল করে বসেছে বিশাল গরুর হাট। উত্তরাঞ্চলে বড় হাটের মধ্যে এটি একটি। দেশের দূর-দূরান্ত জেলা থেকে গরুর পাইকাররা এখানে আসেন গরু কিনতে। ঢাকা-নগবাড়ি মহাসড়কের উল্লাপাড়া উপজেলার পাগলাবোলিয়া স্কুল মাঠের গরুর হাটের ইজারাদার উপজেলার বড়হর ইউনিয়না আবদুস সোবহান ফকির। হাটের ইজারার দরপত্রে হাটের স্থান উল্লেখ করা হয়েছে পাগলা মৌজায়। অথচ হাট বসানো হচ্ছে স্কুল মাঠে বোয়ালিয়া মৌজায়। তার সঙ্গে আর্থিক সহযোগিতা ও পার্টনার হিসেবে রয়েছেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলাম নান্নু এবং আতিকুল ইসলাম তোতা আর তাদের সার্বিক সহযোগিতা করছেন স্কুলের প্রদান শিক্ষক মিজানুর রহমান। স্কুল মাঠ দখল করে প্রতি রোববার স্কুল মাঠে হাট বসানো হয়। এজন্য বিদ্যালয় বন্ধ রাখা হচ্ছে। এ দিন শিক্ষকরাও স্কুলে আসেন না। স্কুল গেটে লাগানো হয় তালা। স্থানীয় সচেতন মহল ও ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা স্কুল মাঠে হাট বসানো বিরোধিতা করলেও স্থানীয় প্রভাবশালী প্রভাবশালী একটি মহল স্কুল বন্ধ রেখে মাঠে হাট বসাচ্ছে। এর মূল কারন হচ্ছে প্রভাবশালী এই মহল হাট থেকে বড় অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন। হাটে গরু প্রতি ৩১০ টাকা ও ছাগল প্রতি ১শ' টাকা করে খাজনা আদায় করা হচ্ছে। এতে প্রতি হাটে ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা খাজনা আদায় হচ্ছে। স্কুল মাঠে হাট বসানোর কারণে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন।

স্কুল মাঠে হাট বসানো কারণে প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটি আর্থিক ভাবে লাভবান হলেও শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষতির পাশাপাশি বিনোদন সংকটেও পড়েছেন। হাট চলাকালে স্কুল মাঠের চারপাশে বাজার, চায়ের দোকান শুরু করে শত শত নসিমন রাগা হয়েছে। যাতায়াতের বিন্দু মাত্র জায়গা নেই। সকাল ৮টা থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাটে বেচাকেনা হয়। এ অবস্থায় স্কুল খোলা রাখলেও তা ছাত্রছাত্রীদের জীবন হুমকির মুখে পড়বে। গরু ছাগলের আঘাতে শিক্ষার্থীদের আহত হওয়ার সম্ভবান রয়েছে। এজন্য স্থানীয় সচেতন মহল ও অভিভাবকরা স্কুল মাঠে হাট বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

সরেজমিনে স্কুল মাঠে গিয়ে দেখা গেছে হাটের কারণে স্কুল ও মাদ্রসা বন্ধ রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি স্কুলে নেই প্রধান শিক্ষকসহ অন্য শিক্ষকরা। এ ব্যাপারে পাগলা বোয়ালিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমানকে ঘটনাস্থল থেকে ফোন করা হয়।

জানতে চাওয়া হয় স্কুল বন্ধ কেন। তিনি বলেন হাটের কারণে স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকাল ৮টা থেকে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত স্কুল খোলা রাখা হয়। আমি সিরাজগঞ্জে আছি বলে তিনি ফোন কেটে দেন।

হাটের সাবেক ইজারাদার হীরন্ত সাহা জানান, হাটটি এখানে ছিল না। আমি যখন ইজারাদার ছিলাম তখন হাটটি অন্যত্র ছিল। নতুর যারা হাটটি ইজারা নিয়েছেন তারাই সম্পূর্ণ অবৈধভাবে স্কুল মাঠে হাট বসিয়েছেন। হাটতো পেরিফেরিভুক্ত সরকারি হাট। ইজারার দরপত্রে হাট এখানে বসার কথা নয়। দরপত্রের উল্লেখিত স্থানেই হাট না বসিয়ে স্কুল মাঠে বসানো হয়েছে যা দুঃখজনক।

স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জহুরুল ইসলাম নান্নু জানান, হাটের দিন স্কুল বন্ধ রাখা হয়না। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করে হাটের দিন স্কুলে সকাল বেলায় ক্লাস নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এব্যাপারে একটি রেজুলেশন করে শিক্ষা অফিসে পাঠানো হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সঞ্জিব কুমার সরকার জানান, সাময়িকভাবে হাটটি স্কুল মাঠে বসেছে। হাটের জন্য জমি ক্রয় করার চেষ্টা চলছে। জমি পেলেই স্কুল মাঠে হাট বসানো বন্ধ হবে। তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।